খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

বাংলা নববর্ষ

- বাংলা বাঁচাতে বাড়ি বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার রাখুন
- বাংলা বঙ্গাব্দ চালু হলো কিভাবে
- নববর্ষের একগুচ্ছ কবিতা
- ছোট্ট রবির দুঃখ

SI SURGICAL®

Technology for **Life**

নতুন বছর ১৪৩২ বঙ্গাব্দ সকলের জীবনে শুভ হউক

May the Bengali New year 1432 be auspicious for everyone's life

The Mall for Medical Equipment

চিকিৎসা সংক্রান্ত সব যন্ত্রাংশ এখানে পাওয়া যায় ● All medical equipment are available here

RENOMED INDIA
TECHNOLOGY OF FUTURE

1. HOSPITAL BED
2. HOSPITAL FURNITURE
3. OT TABLE
4. OT LIGHT
5. ICU EQUIPMENT
6. NICU EQUIPMENT
7. CSSD ITEMS
8. RECOVERY SECTION EQUIPMENT
9. ALL TYPES OF SURGICAL INSTRUMENTS
10. MODULAR OT
11. HOSPITAL DOORS
12. R.O PLANT
13. DIALYSIS
14. X-RAY
15. C-ARM
16. USG
17. ENDOSCOPY & LAPAROSCOPY
18. PATHOLOGICAL EQUIPMENT
19. ALL TYPES OF ELECTRO SURGICAL DEVICE
20. CT-MRI
21. ANESTHESIA WORKSTATION
22. ICU VENTILATOR
23. ETO STERILIZER
24. PLASMA STERILIZER

SYNERGY TOWER
Near Thalamus Hospital
Chunavati,Kamrangaguri,
Fulbari,Siliguri, Weat Bengal --734015
Mobile : 9836237522/9432153382
web site : www.sisurgical.co.in

TERAI NURSING
INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

2025 ADMISSION NOW OPEN

BITS TRAINING CENTRE, SALBARI, DIST. DARJEELING

Our offered courses :
•Vocational •Theology
•HM •Social Work
and other Regular and Distance courses

Facilities

- Classroom
- Library
- Canteen
- Computer

Apply now!

Contact us : +91 96143 02436, 7479811364

With best compliments from :
SACHITRA GROUP OF COMPANIES
MANUFACTURING :
TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR
MANUFACTURING :
SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY
CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING
AGRICULTURE :
BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.
RETAIL :
PAUL AUTOMOBILES
M&C IRON STORES
VIBGYOR ENTERPRISE
SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE
SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001
74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VIII Issue-8
1st April-30th April 2025 BENGALI NEW YEAR
অষ্টম বর্ষ-সংখ্যা-৮ নববর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল ২০২৫ নববর্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা........মুসাফির..................০৩
ছোট্ট রবির দুঃখ.........................কবিতা বনিক.........................১৯
সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা....শিবেশ ভৌমিক.......১৯
মন ক্যামেরায় কাঠামবাড়ির সেই ছবি তুলে বাড়ি ফিরলাম.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী..২১
আমরা কেমন আছি.........................অশোক রায়.....................২২
শিল্প করার মানসিকতা চাই ঘরে ঘরে.........উৎপল সরকার..........২৮
সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা.............পূজা মোক্তার....................২৮
বাংলা বাঁচাতে বাড়ি বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার রাখুন....নির্মল কুমার পাল......২৯
নব আনন্দে জাগো..............মৃনাল পাল.................................৩১

ঃঃ কবিতা ঃঃ

নববর্ষ.........................শুভজিৎ বোস.................................১২
বর্ষবরণ.........................তন্ময় ঘোষ.......................................২৩
বৈশাখী মেলা !.........................অশোক পাল...........................২৪
আমার স্কুল.........................রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....................২৪
বর্ষবরণ.........................রিয়া মুখার্জী.......................................২৫
নববর্ষের পুণ্য প্রভাত.........................অসমঞ্জ সরকার..............২৫
মন..........শ্রাবনী মন্ডল (মিত্র)..৩১
নতুন আলো.........................সুশীতল দত্ত................................৩২
বৈশাখ.........................অর্চনা মিত্র..৩২

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

চৈত্রের ঝরা পাতার সঙ্গে নতুন পাতা নিয়ে জেগে ওঠে বৈশাখ....০৫
চিকিৎসা নগরী শিলিগুড়িতে মেডিক্যাল মল তৈরি করে অসধারণ পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রতিভাবান শিল্পপতি....................০৭
বাংলা বঙ্গাব্দ চালু হলো কিভাবে...০৯
বাড়ির ছাদে কি ফল ফুলের বাগান করতে চান ? গাছেদের কম্পাউন্ডার খুঁজছেন...১০
ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে বাড়ির ছাদে বিরাট গ্রন্থাগার..............................১১
অনলাইনে কেনাকাটা বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্বেগ..............................১২
পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে রসগোল্লার সঙ্গে নতুন নতুন সব মিস্টি নিয়ে তৈরি এই মিস্টির দোকান..............................১৩
এই টেইলার্সের হাতের শিল্প নিপুনতায় নববর্ষেই আপনি হয়ে উঠুন অনন্যা......১৫
ভক্তি আরাধনার সব সামগ্রী এখানে বৃন্দাবন থেকে আসছে, পয়লা বৈশাখের জন্য শ্রীগনেশ বিগ্রহের পোশাকও পেয়ে যাবেন...১৭
৩০ শতাংশ ছাড়ে সুন্দর সব কালেকশন নিয়ে তৈরি এই বুটিক....২৩
নতুন বাংলা বঙ্গাব্দে নতুন বৃদ্ধাশ্রম শুরু করার উদ্যোগ...............২৬
সোনার দাম আকাশছোঁয়া, সাধারণ সোনার দোকানে ব্যবসা কমে যাওয়ায় কারিগরেরা কেউ টোটো চালাচ্ছেন, কেউ লটারি বিক্রি করছেন.....................২৭

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

‘......বন্ধু হও, শত্রু হও, / যেখানে যে কেহ রও, / ক্ষমা করো আজিকার মত / পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত’

- - বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদকীয়

নতুন বছরের ভাবনায়

শেষ হলো পুরনো একটি বঙ্গাব্দ। শুরু হলো ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। ঋতু পরিবর্তনের এই বিশেষ সময়ে বহু গাছের পাতা ঝড়ে যায়, আবার নতুন করে পাতা গজায় গাছে। প্রকৃতি নতুন করে সেজে ওঠে এই সময়। ঠিক সেইভাবেই বহু বঙ্গাব্দ, বহু সময় এখন ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছে। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন নতুন সব বছর, নতুন নতুন সময় এসেছে। সেদিন একজন পরিবেশপ্রেমীকে প্রশ্ন করেছিলাম, প্রকৃতি পরিবেশ কি আগের তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়নি? সেই পরিবেশপ্রেমী জানালেন, প্রকৃতি সততই পরিবর্তনশীল। বিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে আজ প্রকৃতিতে মানুষ এসেছে। কাজেই ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের প্রকৃতি আজও একই রকম থাকবে, তা হয় না। হতে পারে না। প্রকৃতি সময়ের নিয়মে সবসময়ই নিজেকে পরিবর্তন করে নিচ্ছে। সবকিছুরই আপডেট হচ্ছে। আপনার হাতের যে স্মার্ট ফোনটা রয়েছে সেটাকেও আপডেট করে নিতে হয় নয়তো আপনি অনেক ফিচার থেকে বঞ্চিত হবেন। একইভাবে এই সময় এই প্রকৃতি সততই পরিবর্তনশীল। সেই পরিবেশপ্রেমীর কথা ঠিকই। কিন্তু এই সময় পরিবর্তন হলেও কতগুলো বিষয় শাশ্বত যা পাঁচ হাজার বছর আগেও ছিলো, আজও আছে। সেই পরম শক্তি, সেই শাশ্বত ধারা। আমাদের পরম্পরা, আমাদের পুরনো প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ এক সভ্যতা। সেই সভ্যতাতে এমন কিছু কিছু ভালো দিক ছিলো যা আমাদের জীবনের চলার পথে মেনে চলা জরুরি। পাঁচ হাজার বছর আগে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী পরিক্রমা করতো নিশ্চয়ই, আজও করছে। সেখানে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? পৃথিবীর সময় যে অঙ্কের নিয়মে চলে আসছে সেই অঙ্কে কি পরিবর্তন হয়েছে? দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই ছয় বা সাত হোত না, পাঁচই হোত। আজও হয়। বহু কিছু প্রকৃতিতে যেমন যোগ হয়েছে তেমনই বহু কিছুর বিয়োগ ঘটেছে। এ আই প্রযুক্তি এখন যোগ হয়েছে। দিনকে দিন এ আই প্রযুক্তির উন্নতি ঘটছে একেবারে লাফিয়ে। আর দশ বছর পর পৃথিবীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে এ আই। তবে কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে? তারা কি এ আই প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন ঘটিয়ে নিতে পারবে? তবে কি হবে সামনে? নতুন বঙ্গাব্দে এই রইলো প্রশ্ন। এমনিতেই এই বাংলাতে দিনকে দিন বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সামনে কি হবে? কর্মসংস্থানের পরিবেশ না হলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য কি ঠিকঠাক থাকবে?

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

‘মানুষের সাথে মানুষের পাশে’

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --২৩)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যাঁয়। ' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি । যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায় ।ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিতকর রহা হ্যায় ।কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

ফুলদি চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে আমাদের বিষয়ে উনার স্বামী অর্থাৎ তোমার বাবাকে সব বলে গেছেন এবং তোমার দাদুকে সব বলতে বলে গেছেন ।এবং এও বলেছেন যে সর্বসম্মতিক্রমে বিষয়টা যেন করা হয়। আমি অনুর কথা শুনে খুব অবাক হই, মা চলে যাবে এটা বাবা জানতেন। অনু অভীর ফিলিংসটা বুঝতে পারলো। একটু উষ্মার স্বরে বললো, তুই কেন একটা ভুল ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিস। কথাগুলো ফুলদি তাঁর স্বামীর সাথে শেয়ার করেছেন, দ্যাটস অল । সরি, আমাকে তুমি বাঁচালে। তা দাদু কি বলেছেন? বাবা বলেছেন আমি খুব আনন্দের সাথে সম্মতি দিচ্ছি কিন্তু দাদুভাই তাঁর পড়া শেষ করে যখন ফিরবে তখন যদি সব জানার পর মত দেয় তবেই এই বিষয়টি এগুবে। তোমার বাবারও এই মত। আমিও ঠিক একই মত পোষন করি। আরে এ আবার কি কথা! আমি জানি প্রয়াত মা আমার লাইফ পার্টনার ঠিক করে গেছেন। এবং সেটা আমার সোলমেট, আমি অন্য কিছু জানতে চাই না। ঠিক আছে চল সোনাদাদুর সাথে কথা বলে নিই। অনু আমি কিন্তু এবার বিয়ে করে ফিরবো। এত তাড়াহুড়ো কিসের জন্য তোমার জীবনসঙ্গিনী কোথাও যাবে না। ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এসো তারপর সব প্ল্যান করা যাবে। ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এসো তারপর সব প্ল্যান করা যাবে। এখন কটা দিন

একটু রিল্যাক্স করো কতদিন পর এলে, ভাগলপুরে কতটা পরিবর্তন হয়েছে দেখো। তবে তোমার ভালো লাগবে না। সত্যি ভালো লাগেনি, এত দ্রুত বাঙ্গালী কালচারটা এত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে! আমার পুরনো বন্ধু নেই বললেই চলে, যাওবা দুএকজন রয়েছে তারা সব পৈত্রিক ব্যবসা বা ক্ষেতিবাড়ি(চাষবাস)তে ঢুকে গেছে। আমি একা হয়ে গেছি।বেশির ভাগ সময় বাড়িতে থাকি। হয় দাদুর সাথে সকালে ছাদের বাগানে মালির সাথে কাজ করে। নইলে অনুকে নিয়ে ওর কলেজ অফ ডেতে ঘুরতে যাই। তবে বেশিরভাগ সময়টা একাই ঘুরি। দিল্লিতে ড্রাইভিংটা শিখে নিয়েছিলাম। তাই ছোট গাড়িটা নিয়ে বেরুই। ইচ্ছে ছিলো মার্শাল আর্টটা একটু প্র্যাকটিস করি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো যখন জানতে পারলাম ব্যবসা না চলার জন্য ফ্যামিলিটি ভাগলপুর থেকে চলে গেছে। (ক্রমশ)

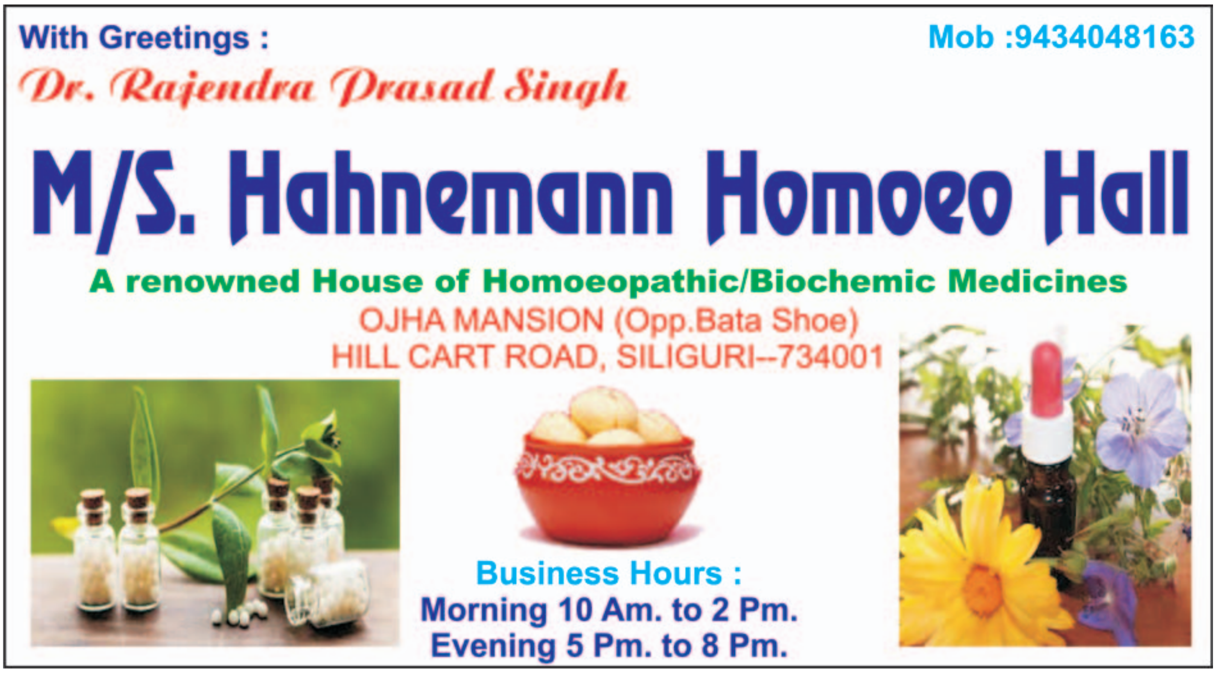

চৈত্রের ঝরা পাতার সঙ্গে নতুন পাতা নিয়ে জেগে ওঠে বৈশাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন উৎসব গোটা বিশ্বে সমাদৃত। বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্য হলো বাংলার সাহিত্য। ইতিহাসবিদরা বলেন, বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস চার হাজার বছরেরও বেশি পুরনো এবং বেশ সমৃদ্ধ। ধর্মীয় কিংবা জাতীয় দিক যেদিক থেকেই বিচার করুন না কেন, সব দিক থেকেই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আবার বাংলার দর্শন নিয়ে যদি আলোচনা করেন তবে বিশেষজ্ঞদের কথায়, এই বিশ্ব জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় বাংলার দর্শনে। প্রেম ও দয়াকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় বাংলার দর্শনে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু এক মহাশক্তির প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হয় বাংলার দর্শনে। সরলতা এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বাংলার দর্শনে। বাংলা নববর্ষের শুরু বৈশাখ মাসওতো এসেছে এক নক্ষত্রের নাম থেকে। বিশাখা নামের নক্ষত্র থেকে এসেছে বৈশাখ। এভাবে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সহ সব বাংলা মাসের নাম এসেছে মহাকাশের এক একটি নক্ষত্রের নাম থেকে। এ থেকেই বোঝা যায় বাংলার মাস, বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য, বারো মাসে তেরো পার্বনের কি গুরুত্ব। বাংলা সংস্কৃতিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে নজরুলগীতি, লোকগীতি, ভাওয়াইয়া, দেশপ্রেম, আধুনিক, ভাটিয়ালি, বাউল, সারি, জারি সবই এক সমৃদ্ধময় এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর।

বাংলার রসগোল্লা থেকে ইলিশ, বাংলার পোশাক, বাংলার উৎসব পার্বন,স্থাপত্য, চিত্র কলা, লোকনৃত্য, চলচ্চিত্র, ক্রীড়া সবই গোটা দেশে এমনকি গোটা বিশ্বে উল্লেখ করার দাবি রাখে। সেই বিশ্ব ব্যাপী সমাদৃত বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা দর্শন নিয়ে বাঙালিদের গর্বের শেষ নেই। পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাই চলুন আমরা আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ের জন্য শপথ নিই। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ সহ হাজারো মনিষীর স্মৃতিধন্য বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত যখন শুরু করেছে ইংরেজি বা ডিজের বিশ্বায়ন তখন চলুন নববর্ষে আমরা আবার নতুন করে জেগে উঠি। চৈত্রের ধরা পাতার সঙ্গে নতুন পাতা নিয়ে জেগে ওঠে বৈশাখ। চলুন আবারও আমরা সবাই নতুনভাবে জেগে ওঠার শপথ নিই।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY
নি:স্বার্থ সেবা

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR, WARD NO. 40, SILIGURI-734006

চিকিৎসা নগরী শিলিগুড়িতে মেডিক্যাল মল তৈরি করে অসাধারণ পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রতিভাবান শিল্পপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উত্তর পূর্ব ভারতের গেটওয়ে শহর হলো শিলিগুড়ি। এই শহরকে ভিত্তি করে এখন চিকিৎসা শিল্প গড়ে উঠছে। প্রতিবেশী দেশ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলো থেকে অসংখ্য মানুষ এখন শিলিগুড়ি দৌড়ে আসছেন চিকিৎসার জন্য।

আধুনিক চিকিৎসার উন্নত পরিকাঠামো শিলিগুড়িতে দিনকে দিন বাড়ছে। উন্নত মানের সব ল্যাবরেটরিও তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়িতে। আর দক্ষিন ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে নামীদামী চিকিৎসকেরাও শিলিগুড়িতে আসা শুরু করেছেন। সেই সব দিক চিন্তা করে শিলিগুড়ির চিকিৎসা পরিকাঠামো আরও উন্নত করার ভাবনা নিয়ে বাংলার শিল্প জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র সঞ্জয় মুখার্জি শিলিগুড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠান এস আই সার্জিক্যাল এর উদ্যোগে চিকিৎসা যন্ত্রাংশের এক মেডিক্যাল মল খুলেছেন। উত্তর পূর্ব ভারতে এই ধরনের চিকিৎসা উপনগরীর মল এই প্রথম। শিলিগুড়ি শহর ছাড়িয়ে উত্তরকন্যা পেরিয়ে ফুলবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে ডাবগ্রাম পুলিশ ব্যারাকের সামনে আপনি দেখতে পারবেন সিনার্জি টাওয়ার বিল্ডিং। থ্যালামাস হাসপাতালের কাছে চুনাভাটি মোড়েই রয়েছে সিনার্জি টাওয়ার বিল্ডিং। সেখানেই আপনি দেখতে পারবেন এস আই সার্জিক্যাল এর বিল্ডিং। সেই এস আই সার্জিক্যালের মলে পৌঁছালে আপনি দেখতে পারবেন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরনের মল। কি নেই সেখানে? একটি হাসপাতাল তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবটাই আছে সেখানে। শিলিগুড়িতে কেউ নার্সিং হোম বা উন্নত ল্যাবরেটরি খুলতে হলে আগে রাজ্যের বাইরে থেকে সব যন্ত্রাংশ কিনে আনতে হোত।এতে খরচ যেমন বেশি হচ্ছিল

তার সঙ্গে বাইরে থেকে জিনিস আনার জন্য অতিরিক্ত সময়ও লাগছিল। সেক্ষেত্রে এস আই সার্জিক্যাল এর এই মেডিক্যাল মল এক নতুন দিশা দেখাতে শুরু করেছে। গোটা বাংলাতো বটেই গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এস আই সার্জিক্যাল এর নাম। প্রতিভাবান বাঙালি শিল্প পতি সঞ্জয়বাবু তাঁর শিল্প কারখানায় চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাসপাতালগুলোতে সরবরাহ করেন। বাঙালি যে শিল্প বোঝে, বাঙালির মধ্যে যে শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রতিভা রয়েছে তার এক ব্যতিক্রম উদাহরন হলেন সঞ্জয় মুখার্জী। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া এস আই সার্জিক্যাল এর এই মেডিক্যাল মলে পৌঁছালে আপনি হাসপাতাল তৈরির বেড থেকে শুরু করে হাসপাতালের বিভিন্ন ফার্নিচার, অপারেশন টেবিল, অপারেশন লাইট, আই সি ইউ এর যন্ত্রাংশ, মুমূর্ষ শিশুর চিকিৎসার জন্য নিকুর যন্ত্রাংশ, শল্য চিকিৎসার বিভিন্ন উপকরন, ইউ এস জি, এন্ডোস্কপি,ল্যাপারোস্কপি, ডায়ালিসিস, এক্স রে, সিটি স্ক্যান, এম আর আই , প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির সব উপকরন পেয়ে যাবেন। এককথায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব আধুনিক যন্ত্র নিয়ে তৈরি এই মেডিক্যাল মল। চিকিৎসা নগরী শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসীর কথা চিন্তা করে শিল্প পতি সঞ্জয়বাবুর এ এক অসাধারণ উদ্যোগ। শিলিগুড়ির বহু নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ এখন জরুরি ভিত্তিতে কোনো চিকিৎসা উপকরনের দরকার হয়ে পড়লে সোজা ফুলবাড়ি লাগোয়া এই এস আই সার্জিক্যাল এর মলে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন এবং সেখান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে তাদের নার্সিংহোম বা ল্যাবরেটরির কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। এতোদিন যা ছিলো ধারণার বাইরে। প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব এবং শিল্প পতি সঞ্জয়বাবুর এই অসামান্য উদ্যোগের তারিফও করছেন সকলে।

বাংলা বঙ্গাব্দ চালু হলো কিভাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ কিছু ইতিহাসবিদের কথায়, ১৫৮৪ সালে বাংলা বঙ্গাব্দের প্রবর্তন হয় প্রথম। তখন ছিলো মোগল সম্রাট আকবরের শাসন। শোনা যায়, কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য বাংলা বঙ্গাব্দের প্রবর্তন হয়। সম্রাট আকবর ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর সিংহাসনে আরোহন করেন। আর তখন থেকেই শুরু হয় বাংলা সন। সেই সময় চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে কৃষকরা সবাই খাজনা, শুল্ক এবং মাশুল পরিশোধ করতেন। আর চৈত্র মাসের মধ্যে তা পরিশোধ করা ছিলো বাধ্যতামূলক। আর যেহেতু সবাই খাজনা ইত্যাদি সেই সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতেন তাই একেকটি এলাকার ভূস্বামী বা জমির মালিকরা খাজনা পরিশোধকারী সকলকে মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। বকেয়া আদায়ের সেই আনন্দ উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হোত। আর সেই থেকে বলা যায় পয়লা বৈশাখে হালখাতা প্রথা চলে আসছে। ইতিহাসবিদরা বলছেন, সম্রাট আকবরের রাজসভায় এক জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো ফতুল্লাহ শিবাজি। ইসলামি চন্দ্র ক্যালেন্ডার এবং হিন্দুদের সৌর ক্যালেন্ডারকে একত্রিত করে একটি নতুন ক্যালেন্ডার তৈরি করতে বলেছিলেন আকবর। সেই নতুন

ক্যালেন্ডারকে প্রথমে ফসল ক্যালেন্ডার বলা হোত। পরবর্তীতে সেই ক্যালেন্ডার থেকেই বাংলা ক্যালেন্ডারের সূত্রপাত ঘটে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক জানাচ্ছেন। নববর্ষকে বরন করতে বাঙালি নারীরা কেন লাল পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি পড়েন

পয়লা বৈশাখে বাঙালি বধূরা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে লাল পাড়া দেওয়া শাড়ি পড়ার পিছনে সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। প্রান শক্তির বার্তা বহন করে লাল রং, লাল রং শক্তি ও আবেগকে প্রতিনিধিত্ব করে। অধ্যাত্মবাদীরা বলেন,সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে লাল রং এবং অশুভ আত্মা তাড়াতে সাহায্য করে । গতিশীলতা এবং প্রানবন্ততার বার্তাও দেয় লাল রং। অপরদিকে নতুন কিছু সূচনার বার্তা দেয় সাদা রং। সাদা হলো পবিত্রতা এবং শান্তির প্রতীক।

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুডি

বাড়ির ছাদে কি ফল ফুলের বাগান করতে চান ? গাছেদের কম্পাউন্ডার খুঁজছেন ?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাড়িতে কি ছাদ বাগান করেছেন নাকি ? গাছগুলোর ঠিক পরিচর্যা করতে পারছেন না বুঝি ? গাছে জল দেওয়ার সমস্যা, গাছে পোকা হলে সেই গাছকে বাঁচানো খুব কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠছে বুঝি !

আরে বাবা, চিন্তার কিছু নেই। গাছের মালি, গাছের জন্য কম্পাউন্ডার সব তৈরি। এক ফোন করবেন, মালি আপনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গাছে জল দিয়ে পরিচর্যা করে দেবেন।

আবার যদি আপনি নতুন হন, ছাদ বাগান করতে চান কিন্তু কিছুই জানেন না, এক ফোন করবেন, দক্ষ লোকজন সব উপস্থিত হয়ে যাবেন আপনার বাড়িতে। এরজন্য অবশ্য সামান্য কিছু অর্থমূল্য গুনতে হবে আপনাকে।

ফ্ল্যাট নগরী শিলিগুড়িতে সবুজ পরিবেশ তৈরির বাতাবরন তৈরি করতে এ এক অভিনব কাজে নেমেছেন অমিত দাস নামে এক চল্লিশ বছরের ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তাঁর তত্বাবধানে অনেকেই এখন বাড়ির ছাদে টবের মধ্যে আম জাম কাঁঠাল লিচু ডালিম সহ বিভিন্ন ফল ফুলের চাষ করছেন।

শৈশবে স্কুলের কর্ম শিক্ষায় গাছের চারা নিয়ে কিছু মডেল বা কাজ করেছিলেন। সেই নেশা তাঁকে দিনের পর দিন গাছের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। সেই নেশা আজ তাঁর পেশায় পরিনত। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাশের ঢাকেশ্বরী কালিমন্দির মাঠের গায়েই রয়েছে জলপাইগুড়ি এগ্রি হর্টি নার্সারি। সেখানেই বিগত দুবছর ধরে অমিতবাবু তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুলেছেন এই নার্সারি। সেখানে বিভিন্ন রকম ফুল ও ফলের চারা পাওয়া যাচ্ছে। কুড়ি টাকা থেকে শুরু করে দুহাজার টাকা পর্যন্ত কোন গাছের চারা চাই আপনার, সব তৈরি। প্রতিদিন প্রচুর গাছের চারা তৈরি করছেন তিনি। তারপর নার্সারি থেকে তা বিক্রি হচ্ছে। সকাল সাড়ে নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে সেই নার্সারি। ৯৪৩৪৯৮৩৮৮৪ এবং ৯৪৭৫০৭২৬০৭ নম্বরে কল করে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন সেই নার্সারিতে। তারপর পছন্দ করে দেখেশুনে আপনি গাছের চারা সংগ্রহ করতে পারেন।

দূরদূরান্তের বহু মানুষ সেই নার্সারিতে ভিড় করছেন গাছের চারার জন্য। অমিতবাবু জানালেন, চারদিকে সবুজ পরিবেশ তৈরির জন্যই তাঁর এই যুদ্ধ এবং অভিনব কিছু প্রয়াস। সবুজায়নের জন্য কিছু কিছু গাছের চারা তিনি বিনামূল্যেও বিতরন করেন। কেউ যদি জৈর সারও সংগ্রহ করতে চান বা জৈব সার দেওয়া গাছের বাগান করতে চান তার জন্যও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত অমিতবাবু। তাঁর কাছে শুধু নানা প্রজাতির গাছের চারাই নয়, বিভিন্ন সারও পাওয়া যায়। এ এক অসাধারণ উদ্যোগ। আজকের সময়ে উষ্ণায়ন এক বড় চ্যালেঞ্জ সকলের কাছে। সেখানে সবুজ পরিবেশ তৈরির জন্য অমিতবাবুর এই প্রয়াসের তারিফ করেন সকলেই।

ব্যাঙ্ক ঋন নিয়ে বাড়ির ছাদে বিরাট গ্রন্থাগার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ব্যাঙ্ক ঋন পাওয়া আজকাল খুব সহজ বিষয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিদিন ঋন চাই, ঋন চাই বলে টোকা দিচ্ছে আর তাদের ফাঁদে পা দিয়ে সবাই আজকাল ঋন নিয়ে চলেছেন। ফ্ল্যাট, গাড়ি, বাড়ি, মোবাইল, টিভি, ফ্রীজ, ল্যাপটপ -- কি চাই , সব সহজেই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঋন নিয়ে বই কিনতে কতজনকে শোনা যায়? ঋন নিয়ে মনিষীদের ছবি টাঙিয়ে বিরাট একটি গ্রন্থাগার তৈরি করতে কতজনকে শোনা যায়? হ্যাঁ, এমন মানুষও আছেন যিনি এই মোবাইলের যুগে ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগারমুখী করতে রীতিমতো সাত লক্ষ টাকা ঋন নিয়ে একটি গ্রন্থাগার তৈরি করে ফেলেছেন বাড়ির ছাদে। সেই ব্যক্তি হিন্দি ভাষার মানুষ হলেও তাঁর গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলা ভাষার প্রচুর বই রেখেছেন।সেই ব্যক্তি বলেন, ‘ আমি বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। 'তাঁর সেই গ্রন্থাগারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক মুন্সি প্রেমচাঁদের প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম সহ আরও বহু মনিষীর ছবি ঠাঁই পেয়েছে।সেই ব্যক্তি আসলে একজন সাংবাদিক এবং লেখক। ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং। শিলিগুড়ি গুরুংবস্তিতে রয়েছে তাঁর সেই গ্রন্থাগার। বই ছেড়ে ছেলেমেয়েরা যেভাবে মোবাইলে আসক্ত হয়ে উঠছে সেই পরিস্থিতিতে সবাই যদি ছেলেমেয়েদের বই মুখো করতে বাড়িতে বাড়িতে এমন গ্রন্থাগার তৈরি করতো তবে সমাজের পরিবেশটা কি নতুন হতে পারতো না?

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

সুজিত ঘোষ (বাপি)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি

মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন

বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

অনলাইনে কেনাকাটা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহরে দিনকে দিন ব্যবসার প্রসার ঘটছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন দোকান, মার্কেট কমপ্লেক্স খুলছে।বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক শিক্ষিত বেকার চাকরি না পেয়ে সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা করছেন। কিন্তু সেখানে আজকাল সমস্যা তৈরি করছে অনলাইন এবং শপিং মল। ফলে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসলেও অনেকেরই তেমন আয় নেই। তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় অনলাইন ব্যবসার দৌরাত্ম্য নিয়ে সকলকে চিন্তাভাবনা করার আবেদন জানালেন শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি। সুজিতবাবু একইসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরসভার একটি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সব সাইনবোর্ডে হিন্দি ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা বাধ্যতামূলক করেছে শিলিগুড়ি পুরসভা। পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সব ব্যবসায়ীকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন সুজিতবাবু। এর বাইরে সুজিতবাবু বলেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে প্রতি বছর তিনি বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। সেই সঙ্গে হালখাতার কার্ড ছাপিয়ে পুরনো পরম্পরা মেনে হালখাতা করেন। এবারও সেই পরম্পরা বজায় রাখছেন তিনি। বাংলায় সাইনবোর্ড লেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ক্যালেন্ডার তৈরির জন্যও সকলের কাছে আবেদন জানান সুজিত ঘোষ।

নববর্ষ

শুভজিৎ বোস (নর্থ রথখোলা, নকশালবাড়ি)

ঘরের কোণে চৈত্রের ক্লান্ত রোদ
সংসারনদীতে মিশে গিয়েছে বৈশাখের নিবেদন,
শুকনো রাস্তা পেরিয়ে বরণ করছে মানুষ নতুনকে,
দুঃখগুলি ভেঙে গিয়েছে পয়লা বৈশাখের জড়তাভাঙা প্রতিশোধে,
অনেক সাজানো আলো এসে পড়েছে বিপুলতার সাম্রাজ্যে,
বেঁধে রেখেছি অনেক গান গা ভাসানো কোলাহলের মাঝে,
একটু পরেই তার সুরে নিভে যাবে পুরাতনের বিষাদ-ব্যথা,
নববর্ষ নতুনের পরাগ ছড়াবে হালখাতায়,
মন্ত্রোচ্চারণে পুড়ে যাবে মাংসাশী-অন্ধকারের হাড়গোড়,
স্বপ্নের ক্যানভাসে মিশে যাবে পয়লা বৈশাখের জীবনরঙ,
দোকানের দালানে আড়াল হবে জীর্ণ-মলিন,
আমের পল্লব, সিঁদুর, তিলকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে সুখ-ঘরের নকশা,
নববর্ষের সব বেদনা মুছে যাবে পুরনো শহরের অশ্রুজলে।

পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে রসগোল্লার সঙ্গে নতুন নতুন সব মিস্টি নিয়ে তৈরি এই মিস্টির দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পয়লা বৈশাখ মানে বাঙালি জীবনে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জেগে ওঠা। পয়লা বৈশাখ মানে হালখাতা কিংবা নতুন বাংলা বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য একটু মিস্টি মুখ করা। সেই কথা চিন্তা করে করে নানারকম মিস্টি নিয়ে তৈরি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া লালা লাজপত রায় রোডের শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার।

প্রথমতো জি আই স্বীকৃতি পাওয়া বাংলার রসগোল্লা রয়েইছে। তার সঙ্গে আরও বহু মিস্টি। কোনটা চাই আপনার--কমলাভোগ, লালমোহন, ল্যাংচা, রসমালাই, কালাকাঁদ, লাড্ডু, মালাই চমচম, রস কদম্ব, পেস্তা রোল, কাজু বরফি, বেসন বরফি, বেসন লাড্ডু, খির কদম, মিস্টি দই, বুঁদিয়া, মালপোয়া, খুরমা, শন পাপড়ি সব আছে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে তৈরি বিশেষ মিস্টি --ড্রাই ফ্রুটসের লাড্ডু। খেজুর, কাজুবাদাম, পেস্তা, কাঠবাদাম দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ড্রাই ফ্রুটসের লাড্ডু। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া লালা লাজপত রায় রোডের এস বি আই ব্যাঙ্কের বিপরীতে অবস্থিত এই শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডারে আপনি আরও পাবেন-- পনির, টক দই, ঘি, ভুজিয়া, কাটা নিমকি, চানাচুর, চিড়াভাজা, গঠিয়া, পাপড়ি, আখরোট।তার সঙ্গে সুগার ফ্রি মিস্টিও রয়েছে।৫০ বছরেরও বেশি পুরনো এই মিস্টির দোকান। একসময় প্রয়াত বটকৃষ্ণ পাল, তারপর তাঁর পুত্র গোবিন্দ পাল এই মিস্টির দোকানের খ্যাতি ছড়িয়ে দেন। ২২ বছর আগে গোবিন্দ পাল প্রয়াত হলে তাঁর পুত্র গোপাল পাল, গৌরাঙ্গ পাল এবং সুরজ পাল বর্তমানে এই দোকান চালিয়ে যাচ্ছেন। গোপাল পাল বলেন, সকাল বেলা থেকে প্রতিদিন দূরদূরান্তের অনেক মানুষ তাদের দোকানে আসেন পুড়ি সব্জি দিয়ে জলখাবার গ্রহন করতে। বিয়ে অন্নপ্রাশন জন্মদিন সহ যে কোনো অনুষ্ঠানে তাঁরা অর্ডার অনুযায়ী মিস্টি সরবরাহ করেন। দশ টাকা থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে সব মিস্টি পাওয়া যায়। আগামীদিনে তাঁরা অনলাইনে অর্ডার গ্রহন করে হোম ডেলিভারিরও উদ্যোগ নিচ্ছেন। যোগাযোগ নম্বর ঃ ৯৮৩২০৫২৬৯৪/৯৮৩২০৪৮৮৭১। গুগল পে নম্বর ঃ ৯৮৩২০৫২৬৯৪ ।

শুধু এসবই নয়,বাংলা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করে শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার। এবারও সেই ক্যালেন্ডার তাঁরা তৈরি করছেন বলে গোপাল পাল জানিয়েছেন। অক্ষয় তৃতীয়াতে রয়েছে পুজোর বিশেষ বন্দোবস্ত।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মোবাইল নম্বর ঃ ৭৯০৮৫৩০১৩৭/৮৯০০৩১৫৬২৬

কমলা সঙ্গীতায়ন

এখানে সব ধরনের সঙ্গীত, নৃত্য এবং অঙ্কন ও হস্ত শিল্প (চার বছর বয়স থেকে শুরু)

সেখানো ও পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

১০ নম্বর ওয়ার্ড

সূর্যসেন পার্কের পাশে

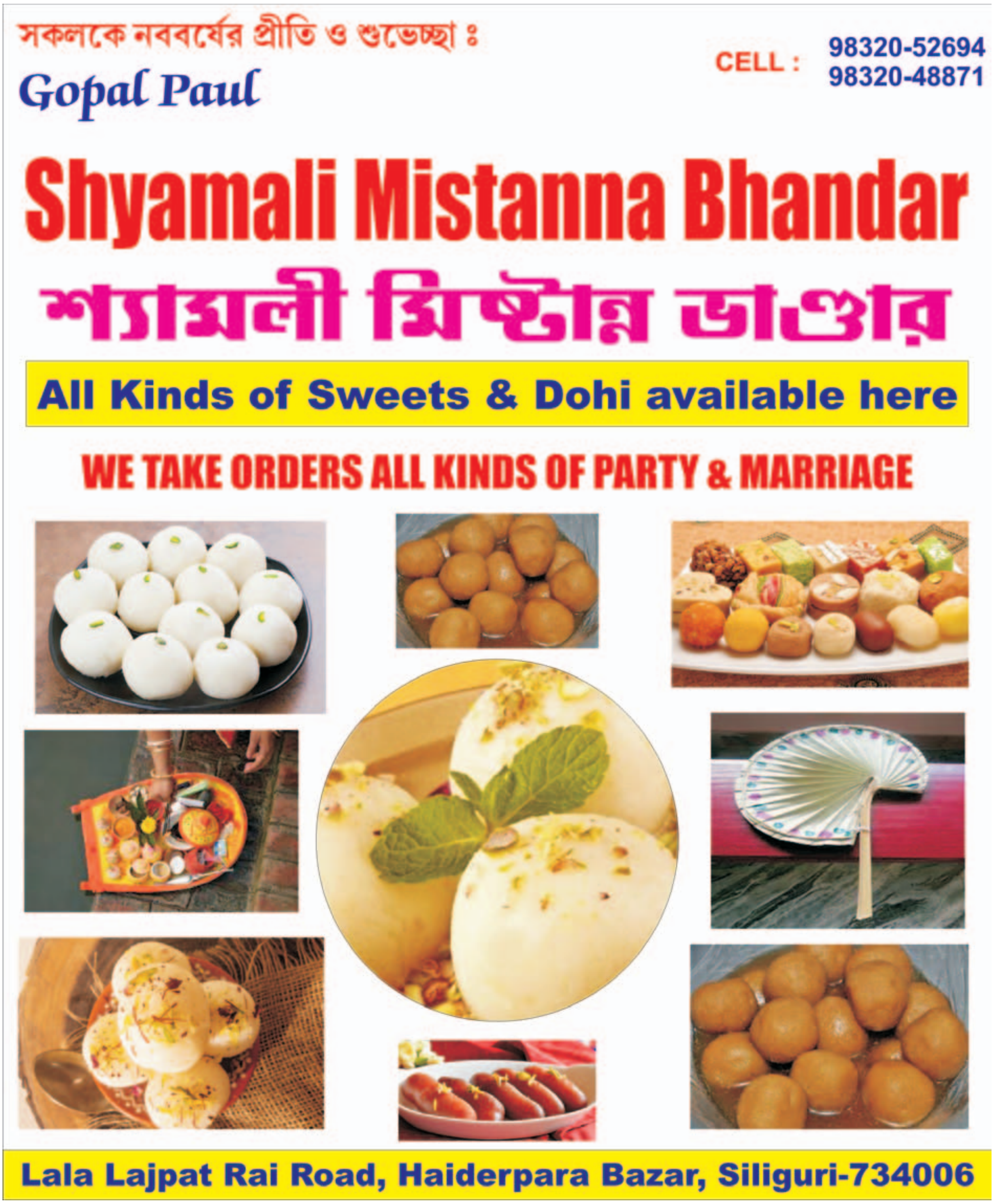
সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
Gopal Paul
CELL : 98320-52694
98320-48871
Shyamali Mistanna Bhandar
শ্যামলী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
All Kinds of Sweets & Dohi available here
WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE
Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

এই টেইলার্সের হাতের শিল্প নিপুনতায় নববর্ষেই আপনি হয়ে উঠুন অনন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দুর্গা পুজো এলে যেমন বাঙালির ঘরে ঘরে নতুন পোশাকের সাজগোজ তৈরি হয় তেমনই বাংলা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ পয়লা বৈশাখ বা নববর্ষ মানেও কিন্তু নতুনভাবে সেজে ওঠা। পয়লা বৈশাখ থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জীবনের বারো মাসে তেরো পার্বন শুরু হয়। আর পরম্পরা মেনে প্রতিটি পার্বনেরই বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। তবে পয়লা বৈশাখ মানে বছরকার দিনে একটু ভালো খাওয়া, একটু ঘোরাঘুরি , তার সঙ্গে কিন্তু নতুন পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তোলার প্রশ্ন চলে আসে। আর শিলিগুড়িতে অন্তত মেয়েদের জন্য নতুন পোশাক তৈরি করে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে শিলিগুড়ি শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সের কিন্তু কোনো জুড়ি নেই। বিউটি টেইলার্সের হাতের শিল্প নিপুনতায় আপনি এই নববর্ষে হয়ে উঠুন অনন্যা।

ব্লাউজটা পড়লেন কিন্তু মনটা ভালো লাগছে না। কারন ফিটিংস ঠিক হয়নি। আসলে অনলাইন বা রেডিমেড কিনলে এমনই হয়। তাই মন খারাপ না

করে দর্জি দোকানে যান না। ফিটিংসতো হবেই তার সঙ্গে আপনার পছন্দের ডিজাইন চাইলে পছন্দের ডিজাইন পেয়ে যাবেন। এভাবে শুধু ব্লাউজ কেন, চুড়িদার, নাইটি, হাউসকোট সবই আপনার মনের মতো করে অর্ডার দিয়ে তৈরি করে নিন না। মন ভালোতো হবেই। শিলিগুড়ি শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দাস ভবনে দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সের মালিক তথা দর্জি শিল্পী স্বপন পাল তৈরি আপনার জন্য। মহিলাদের জন্য এই টেইলার সবসময় প্রস্তুত। আর দশটা টেইলার থেকে এখানে মজুরিও কম নেওয়া হয়। শিলিগুড়ি কলেজপাড়ার মিতা ঘোষতো বলেই দিলেন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দাস ভবনে অবস্থিত দ্য নিউ বিউটি টেইলারে তিনি এই কারনে যান যে সেখানে তিনি অর্ডার অনুযায়ী পছন্দমতো ব্লাউজ বা চুড়িদার তৈরি করতে পারছেন। আর মজুরিও সাধ্যের মধ্যে। অন্য জায়গা থেকে অনেক কম।দ্য নিউ বিউটি টেইলাসের কাজের গুনগত মানও ভালো। আর তাদের ব্যবহারও খুব ভালো। দ্য নিউ বিউটি টেইলার্সের মালিক স্বপন পাল বললেন, তাঁর বাবা প্রয়াত হরিহর পাল ১৯৮৩ সালে এই টেইলর তৈরি করেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি হাল ধরেন। যত্নের সঙ্গে মহিলাদের ব্লাউজ, চুড়িদার, নাইটি, হাউসকোট তৈরি করেন। যোগাযোগ নম্বর ঃ ৮২৫০৮০৩৫৬৫

Happy Bengali New Year Greetings to all
মহিলাদের ব্লাউজ, নাইটি, চুড়িদার, হাউসকোট ইত্যাদি সবকিছু যত্ন সহকারে এখানে তৈরি করা হয়। একবার পরীক্ষা করে দেখুন—
THE NEW BEAUTY TAILORS
Ladies Specialist
SETH SRILAL MARKET, SILIGURI
DAS BHAWAN
MOBILE : 8250803565 /7602912045

ভক্তি আরাধনার সব সামগ্রী এখানে বৃন্দাবন থেকে আসছে, পয়লা বৈশাখের জন্য শ্রীগণেশ বিগ্রহের পোশাকও পেয়ে যাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এবারে রামনবমী উপলক্ষ্যে শ্রীরামের প্রতিকৃতি সহ শ্রীরাম লেখা প্রচুর ফ্ল্যাগ শিলিগুড়ি আসে বৃন্দাবন থেকে। শিলিগুড়ি ইসকন রোডে ইসকন গেটের উল্টোদিকে অবস্থিত

নারায়ন পোশাকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন বিগ্রহের পোশাক। বাংলার সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ন উৎসব হলো পয়লা বৈশাখ। অনেকেই পয়লা বৈশাখে শ্রীগনেশের আরাধনা করার সময় শ্রীগনেশ বিগ্রহকে নতুন পোশাক পড়িয়ে সাজিয়ে তোলেন। সেই কথা চিন্তা করে বৃন্দাবন থেকে নারায়ন পোশাকালয়ে চলে এসেছে শ্রীগনেশ বিগ্রহের নতুন পোশাক। বাংলার সব মানুষই পুরনো ঐতিহ্য মেনে পয়লা বৈশাখে নতুন জামাকাপড় পড়েন অনেকে সেই অনুযায়ী ঈশ্বর আরাধনার জন্য বাড়ির মন্দিরে আরাধ্য দেবতার বিগ্রহকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলেন। শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির লাগোয়া

নারায়ন পোশাকালয় সেই দিকটি মাথায় রেখে তৈরি। সেখানে পিতলের বিগ্রহথেকে ঘাঘরা, বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন বিগ্রহের জামা, মালা, মুকুট, বাঁশি, খাট , বিছানা, দোলনা, সিংহাসন, সোয়েটার, কম্বল সহ যাবতীয় জিনিস খুচরা ও পাইকারি হিসাবে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অনুভূতি তৈরি করা, পূজা আরাধনার পরিবেশ পবিত্র ও সুন্দর করে তোলা, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গভীর করে তোলা সর্বোপরি ভক্তি ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ভাবকে বেশি বেশি করে জাগিয়ে তুলতে বাড়ির ঠাকুরঘর এবং বিগ্রহকে সেইভাবে সাজিয়ে তোলা প্রয়োজন বলে অধ্যাত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মেনে ঠাকুরঘর এবং বিগ্রহ নতুনভাবে বিশেষ বিশেষ তিথিতে সাজিয়ে তুললে আলাদা রকমের আনন্দ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় ভক্তদের মনে। তাই সেই সব দিক চিন্তা করে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের পাশে চলতি বছরের মার্চ মাসে শুরু হয়েছে এই নারায়ন পোশাকালয়। ইসকন মন্দির পরিদর্শনের আগে বা পরে আপনি একবার এই পোশাকালয় পরিদর্শন করতে পারেন। আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনার সাধ্যের মধ্যে ওই সব সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুত সেই পোশাকালয়।

ঈশ্বর অনুরাগী ভক্ত মানব পাল, তাঁর পুত্র শুভ্র পাল,তন্ময় পালকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি ইসকন মন্দিরের সামনে ভক্ত সাধারনের চাহিদা পূরন করতে সুন্দর এই দোকানটি খুলেছেন । মানববাবুর দুই পুত্র বধূ ভক্তিমতী মৌমিতা পাল এবং চম্পা পাল সকলকে নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে একবার তাদের এই দোকান পরিদর্শন করার আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই দোকান খোলা থাকে। ইসকন বেড়াতে যাওয়া অনেক ভক্ত এই নারায়ন পোশাকালয় পরিদর্শন করে বেশ খুশি। সেই দোকানে পঞ্জিকা থেকে শুরু করে মেয়েদের ব্রত কথা, লক্ষীর পাঁচালি, শ্রীমদ্ভাগবত গীতাও পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ নম্বর ঃ ৯৪৭৪৩৮৩৫২৩/৯৬৩৫৯০১২৬৫

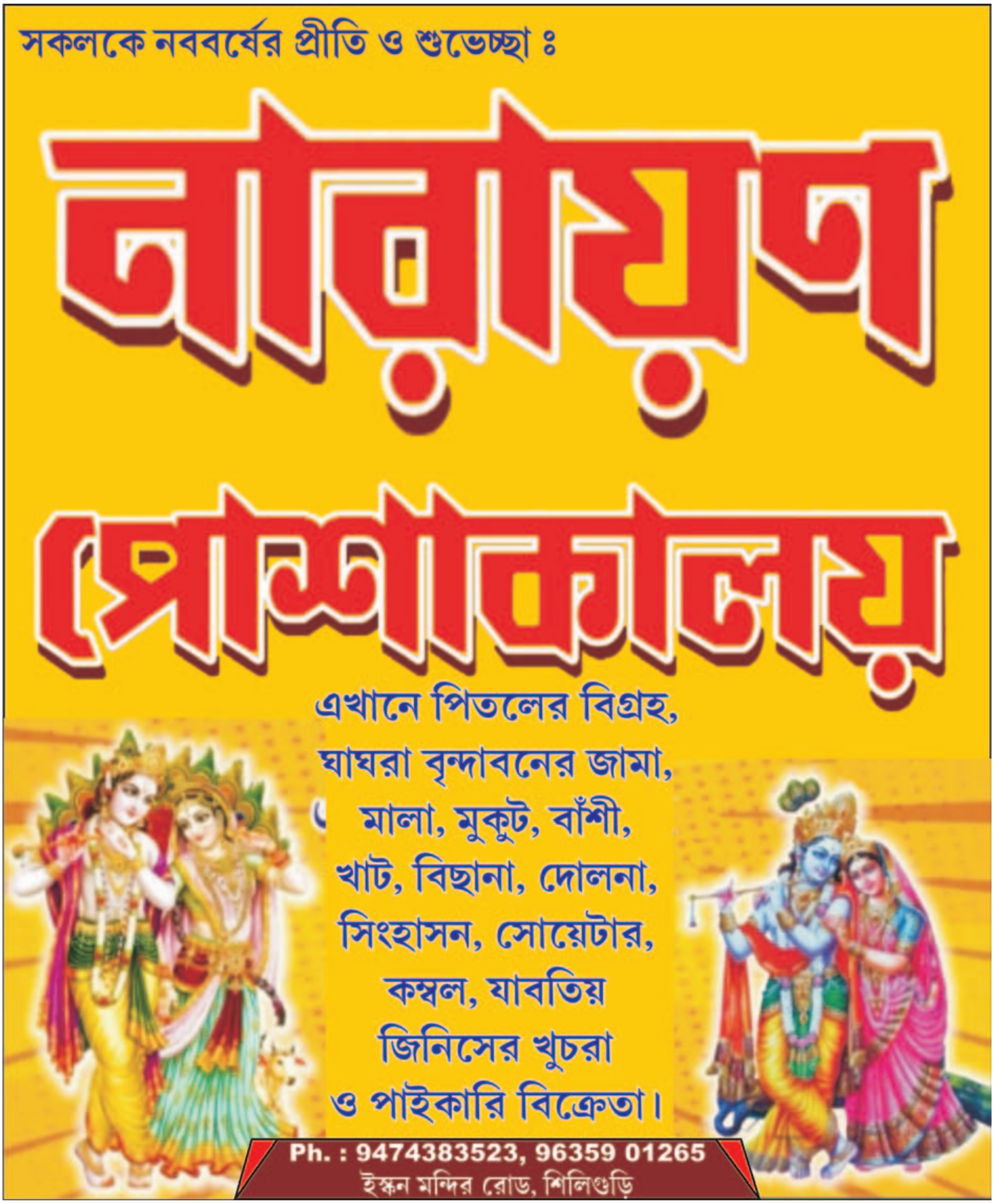
সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
নারায়ণ
পোশাকালয়
এখানে পিতলের বিগ্রহ,
ঘাঘরা বৃন্দাবনের জামা,
মালা, মুকুট, বাঁশী,
খাট, বিছানা, দোলনা,
সিংহাসন, সোয়েটার,
কম্বল, যাবতিয়
জিনিসের খুচরা
ও পাইকারি বিক্রেতা।
Ph. : 9474383523, 96359 01265
ইস্কন মন্দির রোড, শিলিগুড়ি

ছোট্ট রবির দুঃখ

কবিতা বনিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

রবি ঠাকুরের বাড়ির দর্জি নেয়ামত খলিফা। পকেট ছাড়া জামা বানালে দুঃখ দিত তা। ছোট্ট রবির দুঃখের কথা কেউ বুঝতো না।

শাম চাকরের গন্ডি ছিলো বড় কঠিন। গন্ডি পেরোলেই বিপদ, রবি ছিলেন সাবধান। মনে পড়তো সীতার লক্ষণ রেখা পেরোনর ফল, এসেছিল বিপদ হয়ে রাক্ষস রাবণ।

পন্ডিত মশায়কে ঠান্ডা রাখতে, তার প্রিয় আমসত্ব আর কেয়া খয়ের চুরি করা হত, ভাগনে সত্যর সাহায্য নিয়ে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক প্রহসন' ছোট্ট রবির সে বই পড়া তো বারণ! বাক্সে থাকতো বই, তালা বন্ধ অবস্থায় অগত্যা চাবি চুরির ফন্দি, প্রথম অসফল, পান-দোক্তা সামনে রেখে চুরির কৌশল। আঁচল থেকে চাবির গোছা চুরি।

বই পড়া হলে , বই ও চাবির গোছা ফেরত। চুরির কান্ড শুনে হাসাহাসিই ছিল অধিক।

বউ-ঠাকুরাণীর ছিল খেলনার জাহাজ। দম দিলেই কাপড়ের ঢেউ তুলে নাচে, আর্গিন বাজনার তালে তালে।

পাঞ্জাবি চাকর লেনু, আতরওয়ালা-ইহুদি গাব্রিয়েল, আর ছিল কাবুলিওয়ালা। দূরদেশী মানুষেরা ছোট্ট রবির স্বপ্নের জাহাজের পালে ধেয়ে চলে মন অকারণ হরষে।

সন্ধ্যাবেলার পড়া ছিলো মকলকস কোর্স অফ রীডিং, কালো মোটা বই এর শক্ত ভাষার নির্দয় ফিডিং।

না আছে ছবি বইটায়, না কোনো ভালো লাগার কারণ ছিল মাস্টারের ধিক্কার আর কঠিন বানানের উচ্চারণ।

ভালো না লাগার জেরেই হত ঢুলুঢুলু চোখ, ঘুমে অচেতন।

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শিবেশ ভৌমিক (সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মহামারী করোনাকে পিছনে ফেলে আমরা পার করেছি বেশ কয়েকটি শুভ নববর্ষ। আমাদের প্রত্যেক মানুষের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা বা মুক্তি পেতে সবাইকে সমানভাবে একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ঋতু যেমন তার কাজগুলো সুন্দরভাবে আমাদের উপহার দেয়, গ্রীষ্ম দেয় গরম, বর্ষা দেয় বৃষ্টি, শরৎ এ কাশ ফুলের দোলার সঙ্গে আমরা দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠি । হেমন্তে আমরা না পাই শীত, না পাই গরম-- মনোরম পরিবেশ। শীতের মজাই আলাদা--পায়েস পিঠেপুলি খাওয়ার আমেজ। যদিও এখনকার ছেলেমেয়েরা সেসব খেতে ভালোবাসে না , তারা খেতে ভালোবাসে আধুনিক খাবার। বসন্তে কোকিলের মিষ্টি কুহু কুহু ডাক জানিয়ে দেয়, পুরনো বছরের বিদায়। আগামী বছরের আগমন।

পয়লা বৈশাখ আসছে। চৈত্র সেলের এখন রমরমা। ৫০ শতাংশ অফ মানে অর্ধেক দামে জিনিস বিক্রি করছে। ক্রেতারা ভাবছেন, আহা! কি সস্তায় জিনিস বিক্রি হচ্ছে যা কিনতেই হবে।কিন্তু আমি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে জানি, কেউ দানছত্র খুলে বসেনি, ক্ষতি করে জিনিসপত্র বিক্রি করবে। ১০০ টাকার জিনিস আড়াইশো টাকা লিখে ৫০ শতাংশ ছাড় দিলে কি দাঁড়াচ্ছে? কত কি ভাবছেন। যাক , আমি একজন ব্যবসায়ী , এ বিষয়ে আর কিছু বলবো না। আমার ৩৫ বছরের দোকানের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে দোকান পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লেগে থাকে তারা। পয়লা বৈশাখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতাম, সেদিন বছরের বাকি টাকাগুলো উঠবে। একটি পুঁজিও হবে আমার হাতে। প্রথম প্রথম হোত। কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টি খ্রিয়মান হলো, পরিবর্তন হলো অবস্থার। আমিও বুঝতে পারলাম, যারা বাকি নেয় তারা আমার প্রকৃত ক্রেতা নয়। যারা নগদে জিনিস কেনে তারাই আমার প্রকৃত ক্রেতা। আমাকে বুঝিয়েও দিয়েছে, মূল্য কার বেশি। আমার এক শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকার কথায়, " আমরা নগদে জিনিস কিনি,তাই আমাদের পয়লা বৈশাখে ডাকিস না। " নিজের অভিজ্ঞতা এবং ওই দিদিমনির কথা মিলে গেলো শেষ পর্যন্ত। আমি বন্ধ করলাম এই চিরাচরিত প্রথা। আজ আর কাউকে ডাকি না। আমার পছন্দ যারা নগদে জিনিস কেনে সেই ক্রেতাদের। যাই হোক, বর্ষ শেষ হচ্ছে, আসছে নতুন বছর। যা গেছে তা যাক-- নতুন বছর সকলকে শুভ কামনা আবারও। শুধু বিক্রেতা নয়, ক্রেতাদেরও শুভকামনা জানাই। ওপরওলার আশীর্বাদ যেন সবার ওপর বর্ষিত হয়। সবাই যেন সুখশান্তিতে কাটায়, এই কামনা করি। আমার ক্রেতারা ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকবো। আসুন আমরা সকলে মিলে ভালো থাকি। ভালো থাকুক আমার গ্রাম, আমার শহর-- আমার রাজ্য, আমার দেশ, আমার বিশ্ব।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

মন-ক্যামেরায় কাঠামবাড়ির সেই ছবি তুলে বাড়ি ফিরলাম

পাপ্পালি চক্রবর্তী
(লেকটাউন , শিলিগুড়ি, সঙ্গীত শিল্পী)

কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে মেয়ের দশম শ্রেণীর পরীক্ষা। কত আর বাড়ি বসে ভালো লাগে। তাই একরকম মন ভালো করতেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমরা মানে আমি, বাবা-মা-আমার মেয়ে মিনি ও গাড়ির চালক ভোম্বল। ভোম্বল খুব ফূর্তিবাজ। তাছাড়া রাস্তাঘাট ও বেশ ভালো চেনে। পরীক্ষার্থীর বাবা আমাদের সঙ্গী হতে পারেননি, তার কাজ থাকার জন্য। সকাল দশটায় সুন্দরী ডুয়ার্সের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা থেকেই মনটা যেন ঘুরতে যাওয়ার নেশার আমেজে দুলছে। এখন বসন্ত, সেদিন চৈত্র মাস। পাগল হাওয়া। রোদের তাপও আছে যথেষ্ট। ধুলো উড়ছে, উড়ছে সুকনো পাতা। কিছু গাছে অবশ্য কচি পাতারা সোনা রোদে চকচক করছে। একটা বড় গাছের ডালে একটা বসন্ত বৌরি বসে দোল খাচ্ছে। এরমধ্যেই আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে সুন্দরী ডুয়ার্সের দিকে। সেবক দিয়ে ওয়াশাবাড়ি হয়ে বাগরাকোট লুপ পুলে পৌছাল আমাদের গাড়ি মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে। অসাধারন এই সেতুটি। যা স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। অথচ দেখা হয়নি দু চোখ মেলিয়া, ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া।

সেতুটি নাকি আমাদের বাগরাকোট হয়ে সিকিম নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো পরের গন্তব্যস্থল চালসা থেকে সাত কিলোমিটার দূরে বাতাবাড়ি ট্যুরিস্ট লজে। লজটি খুবই সুন্দর। আমাদের জন্য একটি ঘর আগে থেকেই বুক করা ছিলো। বাগানটি সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হাতি, গন্ডার ,বাঘ। বিরাট গার্ডেন ছাতা পোঁতা রয়েছে। বাগানের অন্যদিকে শোভা পাচ্ছে দোলনা, স্লিপ, মেরিগো রাউন্ড, ঢেঁকি। সৌন্দর্য্য রক্ষার্থে গেটের সামনে পাম গাছ। আমাদের সবারই ছবি তোলার প্রচুর উৎসাহ। দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিলো খুব সুন্দর। খাওয়ার সেরে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষন।

এবার ফেরার পালা। আসার সময় আবার অন্য রাস্তা। কাট্টামবাড়ি হয়ে ফিরছি। শোনা যায় কাট্টামরাজারা এখানে রাজত্ব করতো। অপভ্রংশ হয়ে এখন জায়গাটার নাম হয়েছে কাঠামবাড়ি। দুপাশে গভীর জঙ্গল। হঠাৎ দেখি একটা হরিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রাস্তার কাছে এসে গেছে। আমরা সবাই আহ্লাদে আটখানা।কিন্তু মোবাইল বের করে ছবি তোলার সময়ই হরিনটি ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে গেলো।

কি আর করবো। মন ক্যামেরাতে সেই ছবি তুলে বাড়ি ফিরলাম।

আমরা কেমন আছি?

অশোক রায়

প্রশ্নটি নিজেকেই করছি অনেকের হয়ে। কারণ এই প্রশ্নটি এক ভদ্রলোককে করতে গিয়ে খুব বিপাকে পড়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন, খুব চিন্তায় আছি। কারণ এতোদিন নিজেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত জানতাম, কিন্তু পারিপার্শ্বিক চাপে এমন এক অবস্থায় আছি যা উচ্চ মধ্যবিত্ততো নয়ই মধ্যবিত্ত ক্লাস বিলং করি কিনা তাতেও সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা মশাই বলুনতো আমরা কি সত্যি সত্যি স্বাধীনতা লাভ করেছি? আরে মশাই সাতাত্তর বছর পার হয়ে গেলো দেশ স্বাধীন হয়েছে আজও আমরা যা ছিলাম তার থেকেও খারাপ অবস্থা। অথচ দেখুন ভিয়েতনাম কত উন্নতি করেছে। এখনতো দেখছি ইংরেজদের শাসনটাই ভালো ছিলো।এখনকার মতো পলিটিক্যাল লুটে খাওয়া যেতো না। সব পলিটিক্যাল(রাজনৈতিক শব্দটি ব্যবহার করলে শব্দটির অপমান হবে, খুব খারাপ হলেও রাজনীতির মধ্যে একটি আদর্শিক ব্যাপার রয়েছে। পলিটিক্স করা মানেই জট পাকানো, নীতির বালাই থাকবে না ইত্যাদি। যেমন মীরজাফর নামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।)পার্টি জনগণের ভালো করার জন্য উঠেপড়ে লেগে রয়েছে।পলিটিক্সটা খুব ভালো ব্যবসা। নেতারা সব সিদ্ধ পুরুষ কারণ এদের লজ্জা, মান এবং ভয় এই তিনটি বিষয় তারা গায়ে মাখে না। এদের মদত পুষ্ট লোকেরা দিব্যি ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা মেরে দিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে। এদের মধ্যে যারা হাঙ্গর তারা বিদেশে চলে গেছে। নোটবন্দি যে কি উপকারে লাগলো তা বোধহয় ঈশ্বরো জানেন না। ব্যাঙ্গালোরে জমি কিনে বাড়ি করেছি ।ব্যাঙ্কের ই এম আই দেওয়ার পর খুব হিসেব করে চলতে হয়েছে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় পজিশনে চাকরি করলে কি হবে মাইনের একটা মোটা অংশ ট্যাক্স সেভিংস এর জন্য বিভিন্ন খাতে চলে যেতো। ভেবেছিলাম রিটায়ার করার পর বাড়ির পেছন দিকের অংশে কিচেন গার্ডেন করবো। সে গুড়ে বালি কারণ বেঙ্গালোরের যে অঞ্চলে বাড়ি করেছি সেখানে সব্জি চাষ করা যাবে না। স্ট্যাটাস এফেক্টেড হয়ে যাবে। লোক দেখানো স্বভাব মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখনতো টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন এর কবল থেকে মুক্ত, তাই অন্য কিছু ভাবনাচিন্তা করার সময় আছে। কংগ্রেস, জনতা, ভারতীয় জনতা ইত্যাদি পলিটিক্যাল পার্টির স্লোগানগুলো কিন্তু খুবই লোভনীয় যেমন দেশের কালো টাকা ফেরত নিয়ে এসে সবার ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা জমা পড়া, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, ভারত কে বিশ্ব গুরু করা, দুয়ারে সরকার, স্বাস্থ্য সাথী, দেশ কো জোড়েঙ্গে , আরও কত যা বলে শেষ করা যাবে না। শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং মাথার উপর ছাদ। এই সব বিষয়গুলো সমস্ত ছোট বড়, পলিটিক্যাল পার্টির এজেন্ডাতে থাকে, কারন এই অপরিহার্য্য বিষয়গুলোকে ইস্যু করে তার আড়ালে জনগণের ট্যাক্সের টাকা লুট করাটা খুব সহজ। এর উপরে আবার ঠাকুর ঘরের অধিকার এবং নিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে।হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে মুঘল শাসনের সময়। এখন এই অন্যায় এর প্রতিকার চাই, বদলা চাই। বদল নয়। আমাদের পূর্বসূরীরাইতো দায়ী। যখন বিদেশি আক্রমন হয়েছে তখন একজোট হয়ে প্রতিরোধ করলে, যুদ্ধ করলে কোনো বিদেশিরা আমাদের দেশ দখল করে শাসন, শোষন কোনোটাই করতে পারতো না। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেও সমস্ত আর্যাবর্তকে এক করতে পারেনি। যা হয়েছে সবটাই উপর উপর । চানক্য কিছুটা সফল হয়েছিলো। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তার করে অনেকটাই সফল হয়েছিলো । কিন্তু বেশিদিনতো টেকেনি। প্রতিটি জাতির একটা ধর্ম রয়েছে এবং সেই মতো তাদের স্বভাব বিকশিত হয়েছে। সম্রাট অশোকের প্রবল ক্ষমতার চাপে অনেকেই বশ্যতা স্বীকার করেছে ,বলাইবাহুল্য মন থেকে নয়। নইলে আজ ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ হোত। হিন্দু কোনো ধর্ম নয় একটা জাতি যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্ম একটি বিজ্ঞান যা মানুষের চেতনা ও সার্বিক উন্নতির প্র্যাকটিক্যাল পথ। অন্য রিলিজিয়ন এ থেকেও সনাতন ধর্ম প্র্যাক্টিস করা যায় । আজ সমস্ত দেশটা হিটলার ও গোয়েবলস এ ছেয়ে গেছে। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষই পারে মানুষকে উদ্ধার করতে। আলোর পথ দেখাতে। নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষদের প্রতি আবেদন রইলো, ভারতবর্ষকে পলিটিক্স হতে মুক্ত করে দেশটিকে পুনরায় স্বাধীন করার জন্য।

৩০ শতাংশ ছাড়ে সুন্দর সব কালেকশন নিয়ে তৈরি এই বুটিক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একটি বাংলা বছর শেষ হওয়ার পথে। শুরু হতে চলেছে নতুন একটি বাংলা বঙ্গাব্দ। প্রকৃতি চৈত্রের এই সময় নতুন ভাবে সাজতে শুরু করে। বৈশাখে সেই সেজে ওঠার পালা আরও যেন জোরদার হয়। আর প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার মানুষেরাও নববর্ষে নতুনভাবে সেজে ওঠে না, বাঙালি জীবনে দুর্গা পুজো যেমন প্রধান গুরুত্বপূর্ন উৎসব তেমনই পয়লা বৈশাখও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এই সময় বাঙালিদের পরম্পরা নতুন বস্ত্র পড়ে এদিক ওদিক ঘুরতে বেরনো বা পুজো দিতে যাওয়া। সেই কথা মাথায় রেখে সুন্দর সব শাড়ি,কুর্তি, ওয়েস্টার্ন কালেকশন নিয়ে তৈরি শিলিগুড়ি লেকটাউনের শ্রী মা সরনিতে অবস্থিত স্বর্ণালি বুটিক। সেই বুটিক ইতিমধ্যে বহু মহিলার মধ্যে দাগ কেটেছে তাদের সুন্দর সব ইউনিক কালেকশনের মাধ্যমে। সেই বুটিক থেকে লাভলি দেব জানাচ্ছেন, এই সময় ত্রিশ শতাংশ ছাড় দিয়ে তাঁরা কুর্তি, শাড়ি, ওয়েস্টার্ন কালেকশন বিক্রি করছেন। আর তা কিনতে ভিড়ও শুরু হয়েছে। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ ছাড়। সুন্দর সব কালেকশন ৩০ শতাংশ ছাড়ে পাওয়ার জন্য এখন অনেকের ভিড় হচ্ছে সেখানে।

বর্ষবরণ

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী,শিলিগুড়ি)

বৈশাখ এলো আজই,
বাতাসেতে বাজে সুর,
নাচ,গান দিকে-দিকে,
আনন্দ ভরপুর।
দোকানে দোকানে আজ,
পুজোর আয়োজন,
মিষ্টিতে ভুরিভোজ,
হাসিমুখে সুধীজন।
ব্যস্ততা খাতা হাতে,
শুভ হোক হালখাতা,
ঘট আর পল্লব,
সাথে কিছু কলাপাতা।
কৈশোরে ফিরে গেলে,
ছিল বাঁশি, ঢাক, ঢোল,
হৈ হৈ চারিদিকে,
তবলাতে বাজে বোল।
বর্ষবরণ আজি,
আনন্দ ললনার,
ভেদাভেদ ভুলে সবে,
গলাগলি বারবার।
নবরূপে উৎসবে,
যাক, জড়া-ব্যাধি বহুদূর,
নতুন বছর হোক,
মিষ্টিতে সু-মধুর।

বৈশাখী মেলা !

অশোক পাল
(ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)

ফাগুন চৈত্র পেরনো আগুন লাগা মনে
চারদিকে অস্তমিত রঙের চিহ্ন
ঝুপ করে বয়সটা কিশোর হয়ে যায়
বৈশাখ বয়ে আনে আরেকটা নববর্ষ!
আমি হারিয়ে যাই--
ফেলে আসা কিশোর বেলা
যার হাত ছুঁয়ে বলেছিলাম--
রাইকিশোরী তোমাকে ভালোবাসি
তোমাকে নিয়ে মান্দাসে ভাসব!
উথালপাতাল সেই মুহুর্তগুলো আজও ঠায়
দাঁড়িয়ে
ইরাবতীর জলে একাই ভাসিয়েছি ভেলা!
আলাদীনের আশ্চর্য জাদুকরী প্রদীপের মতো
ছোঁয়া দিলেই
জেগে ওঠে হারানো প্রেম বৈশাখী মেলায় !
ভেবেছি এক সমর্পিত প্রেমের গল্প লিখব
রাত গভীর হয় নিস্তব্ধতা নেমে আসবে
চারপাশে
তখনও কোলাহল জেগে থাকে হৃদয় ফুঁড়ে।
প্রতিদিন কত অগণিত দুঃখের
গল্প কবিতা উপন্যাস লেখা হয়
তবুও তো দুঃখের ভার কমে না
অপেক্ষা করে থাকি--
বৈশাখ কবে নববর্ষ বয়ে আনবে
কোকিলের কুহুরব মন রাঙিয়ে দেয় !

আমার স্কুল

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

আমি তখন বোধহয়
সবে বছর দুতিনেকের ,
মা বাবা ছাড়া জানা নেই
তেমন কোন খবর বাইরের জগতের ।
কাজ বলতে মায়ের সাথে সাথে
অ আ এ বি সি ডি বলা,
ঘরের জিনিস এলোমেলো করা
আর বাবার সাথে ঘোড়া ঘোড়া খেলা।
এক শীতের সকালে সবাই ছিলাম ছাদে
আমি ছিলাম মায়ের কোলে,
হঠাৎ মা আমায় বলল, দেখ "সোনা"
দাদাদিদিরা সব হেলে দুলে, ব্যাগ কাঁধে যাচ্ছে স্কুলে।
মনে তখন প্রশ্ন এলো
বললাম মা-কে
স্কুলটা আবার কাদের বাড়ি,
সেথায় কি যেতে হয় সব্বাইকে?
উত্তর এলো, স্কুলেতে মিলেমিশে
সবাই করে খেলা,
আরো হয় গল্প মজার
সাথে ছবি আঁকার মেলা।
সন্দেহ হলো, কেন সবাই খেলতে গিয়ে
ভারী ব্যাগ বয়!
সেথায় গিয়ে বুঝলাম আমি,
ওই জানাশোনা সব কথাগুলো তো সত্যি নয়।

বর্ষবরণ

রিয়া মুখার্জ্জী
(লেখিকা, শিলিগুড়ি)

এলো বৈশাখ বাজাও শাঁখ ,
করো নতুন বর্ষকে বরণ,
নববর্ষ উদযাপনের পাল্টাও এবার ধরন,
অনেক হলো বিদেশিপনা,
জাগাও এবার বাঙালিয়ানা,
নববর্ষ "নিউ ইয়ার" নয় তা জানুক নতুন
প্রজন্ম,
আমাদের নিয়ম আমাদের ঐতিহ্য,
এই ভালোবাসার ধর্ম,
দই মিষ্টি পুজো দিয়ে বর্ষ হোক বিশেষ,
বাহারি সব খাবার দিয়ে দিনটি করো শেষ,
সবার রয়েছে নিজের নিয়ম,
তবে পাল্টাচ্ছো কেনো নিজের জীবন,
সবকিছুতে অন্ধ বিশ্বাস নয়,
তবুও কিছু ঐতিহ্য ধরে রাখা যায়,
তোমার ভালোবাসা তোমার ইতিহাস,
ঐতিহ্য তোমার পরিচয় তোমার ধরোহর,
মাতৃভাষায় রয়েছে টান,
বৈদেশিক টানে তা কোরো না খান খান,
নতুনকে গ্রহন করে পুরাতনকে,
ভালোবেসে বাঁচিয়ে রাখা যায়,
হালখাতার টানে বাবার হাত ধরে
ছুটতাম দোকানের পানে,
কিছু প্রসাদ আর মিষ্টি,
নববর্ষের নতুন অনুভূতির সৃষ্টি,
যদি আমরাই পাল্টিয়ে যাই,
বাঙালিয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখা ভীষন বড়
দায়।

নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে

অসমঞ্জ সরকার (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে জাগিল ধরণী
জাগাইল প্রাণ।
হে চির শাশ্বত, হে অনির্বাণ রেখ তবে
সম্মান।
শুনি সেই প্রভাতে কোলাহল আর পাখির
কলতান।
চৈত্রের ঝরা পাতা বয়ে আনে বৈশাখের
আগমন।
নতুন পাতার ন্যায়জাগে নব আনন্দ ও মন
হয় উচাটন।
পুরাতন বছরের সব দুঃখ-গ্লানি ঘুচে যায়,
মুছে যায়।
নতুন বছরের প্রতিক্ষিত শুভাগমনের
বেলায়।
সকলে মেতে ওঠে উৎসব-অনুষ্ঠানের মিলন
মেলায়।
পাড়ায় পাড়ায় বসে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার
আসর।
যেথায় শিল্পী-কলাকুশলীরা মাতায় গানের
বাসর।
নববর্ষ মানে নতুন জামা-কাপড় আর ভালো
খাবার।
ঘরে ঘরে বাজে শঙ্খ, দেয় উলুধ্বনি, চলে
পূজা-পার্বনের বাহার।
সাথে রকমারি সুগন্ধি সুশোভিত আহার।
কোথাও বসে মেলা, কোথাও চলে খেলা,
কত আনন্দের সমাহার।
ফিরে আসে ১লা বৈশাখ এইভাবে প্রতি
বছর বারবার।
কালবৈশাখীর ঝড়ের পূর্বে নেমে আসে ঘন
অন্ধকার।
চলে বৃষ্টি বজ্রপাত সহ প্রবল হাওয়া, সাথে
ক্রন্দন রোল আর চিৎকার।
ঝড়-বৃষ্টির পশ্চাতে পড়ে থাকে ভাঙ্গা
ডাল-পালা।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে ওদিকে সন্ধ্যাবেলা।
বস্তির ছোটদের এবার সেই কাঠ কুড়োনোর
পালা।
এইভাবে জীবন সংগ্রামে কাটে তাদের
ছেলেবেলা।
নববর্ষ মানে নতুন ফুল, নতুন ফল, নতুন
গান।
মনে জাগায় আনন্দ, আনে উৎসাহ, ভরে
যায় পরাণ।
নববর্ষে চলে প্রভাতফেরি লয়ে প্রভাতী
সুরের তান।
সেই সুরে হৃদয় ভরে, আকুল করে মন প্রাণ।
তাই প্রার্থনা, এস ফিরে নতুন বছর বৈশাখের
শুভক্ষণে।
তোমায় করিব বরণ নয় শুধু ফুল মালা আর
চন্দনে।
রাখিব তোমারে হৃদয়ের মাঝে অতিব যতনে
নয়নে।

নতুন বাংলা বঙ্গাব্দে নতুন বৃদ্ধাশ্রম শুরু করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নববর্ষের দিন তাঁর জন্ম, আর তাই নববর্ষে অর্থাৎ বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম মাস বৈশাখে একটি বৃদ্ধাশ্রম শুরু করার উদ্যোগ নিচ্ছে শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি । এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং ফুটবল প্রতিভা নবকুমার বসাক এই অসাধারণ উদ্যোগটি নিয়েছেন। শিবমন্দিরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে সেই বৃদ্ধাশ্রম শুরু হতে চলেছে।নবকুমারবাবু জানিয়েছেন, যাদের দেখার কেও নেই, যাঁরা অসহায়, তাদেরকে তাঁরা সেই বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন।

শিলিগুড়িতে হামেশাই রাস্তা থেকে বহু অসহায় বয়স্ক মানুষকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তাদেরকে উদ্ধার করার পর আশ্রয় দেওয়া নিয়ে এক সমস্যা তৈরি হয়। সেই দিক থেকে নবকুমারবাবুদের এই বৃদ্ধাশ্রম শুরু হলে তা এক সুন্দর দিক হবে বলে অনেক সমাজসেবী জানিয়েছেন।

নবকুমার বসাক শুধু একজন সমাজসেবী নন, তিনি এখন ফুটবলের মাধ্যমে কিভাবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নেশামুক্ত সমাজ হবে তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন নবকুমারবাবুরা। সম্প্রতি রানিডাঙায় সেই ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

খেলাধূলার সঙ্গে বস্ত্র বিতরন, খাদ্য বিতরন, অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন নবকুমারবাবুরা। নতুন বাংলা বছরেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সোনার দাম আকাশছোঁয়া, সাধারণ সোনার দোকানে ব্যবসা কমে যাওয়ায় কারিগরেরা কেউ টোটো চালাচ্ছেন, কেউ লটারি বিক্রি করছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিগত কয়েকবছরে সোনার দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া।করোনার সঙ্গে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর এই দামের আরও বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে বহু সাধারণ মানুষ বিয়ে , অন্নপ্রাশনের মতো শুভ অনুষ্ঠানে আগের মতো সোনার অলঙ্কার কিনে আশীর্বাদ করতে উৎসাহ দেখান না। এর সঙ্গে নামীদামী সোনার দোকানে অনেক ক্রেতা ভিড় করছেন। ফলে সাধারণ ছোটোখাটো সোনার দোকান বা জুয়েলারিগুলোতে আগের মতো ভিড় নেই।সাধারন ছোটোখাটো সোনার দোকানে ব্যবসা কমে যাওয়ায় বহু সোনার দোকানের কারিগর এখন সোনার দোকানের কাজ ছেড়ে টোটো চালানো বা লটারি টিকিট বিক্রির কাজে নেমেছেন। ফলে স্বর্ন শিল্পেও সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যেও সাধারণ স্বর্ন ব্যবসায়ীরা বাংলার ঐতিহ্য মেনে হালখাতা এবং বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করছেন। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার প্রতাপ জুয়েলার্সের কর্নধার প্রতাপ কর্মকার এবং অনন্ত কর্মকার বলেন, বাংলার ঐতিহ্য বা পরম্পরা মেনে তাঁরা নববর্ষে দোকান সাজিয়ে তুলছেন এবং দোকানে বাংলা ক্যালেন্ডার তৈরি করছেন। বাংলা ভাষা সংস্কৃতির তাঁরা প্রচার করছেন এবং করবেন।

এরই সঙ্গে অনলাইন এবং শপিং মল যেভাবে সব ব্যবসাবানিজ্যের ক্ষতি করছে তা নিয়েও তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা সকলের কাছে আবেদন জানান, স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য। অনলাইন এবং শপিং মলের প্রতি সবাই যেভাবে ঝুঁকে পড়েছেন তার থেকে সকলকে বেরিয়ে আসার আবেদন জানান তাঁরা।

শিল্প করার মানসিকতা চাই বাংলার ঘরে ঘরে

উৎপল সরকার (কর্মকর্তা, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন)

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পয়লা বৈশাখ বাঙালির জীবনে সত্যি এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটি বাংলার এক পরম্পরা। বৈশাখ দিয়েই শুরু হয় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বনের পালা , সঙ্গে বাংলা মাসগুলোর প্রথম মাস হলো বৈশাখ। এই মাসেই আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, ২৫শে বৈশাখ। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ মানে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্ব কবি। তাছাড়া বাংলাতে অনেক মনিষীর আবির্ভাব হয়েছে যারা বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের তথা বাংলার নবজাগরনে বা সমাজসংস্কারে আমরা অতীতে অনেক মনিষীর দেখা পেয়েছি। কিন্তু আজ বাংলায় সেইরকম মনিষীদের সন্ধান পাই না কেন সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে। বাংলায় এখন অন্যতম বড় সমস্যগুলোর মধ্যে আমরা মনে করি বেকার সমস্যা।ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি চাকরিতো দূরের কথা, অনেকের বেসরকারি চাকরিও হচ্ছে না। এমনও দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে এম এ পাশ করেও বেকার থাকাতে বাধ্য হয়ে অনেক যুবক টোটো চালাচ্ছে, কেউবা পান দোকান করছে। তাই এখন আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আর এরজন্য চাই শিল্প কারখানার পরিবেশ। বাঙালি ছেলেমেয়েদের শিল্প কারখানা তৈরি করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তাদেরকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সবাই মিলে প্রশিক্ষন দিতে হবে। শিল্প কারখানার পরিবেশ তৈরি হলে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান হলে অনেক বেকারের মুখে হাসি ফুটতে পারে। একমাত্র শিল্প কারখানা বেশি বেশি করে হলেই সেখানে অনেকের চাকরি হতে পারে। তাই এই নববর্ষের শুভ মুহুর্তে সকলের কাছে আমি আবেদন করছি, চলুন সবাই মিলে শিল্প কারখানার এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করি। বাংলার ঘরে ঘরে আজও মেধার অভাব নেই। কিন্তু শিক্ষিত তরুনেরা সঠিক গাইড না পেয়ে তারা দিশাহারা। চলুন তাদের আমরা সবাই মিলে তাদের কিছু পথ দেখানোর চেষ্টা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

পূজা মোক্তার (ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা । এই দিনটি সব বাঙালির কাছে বিশেষ দিন। আমাদের মানুষের জীবনে তিনটি মূল চাহিদা হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এই তিনটি হয়ে যাওয়ার পর চাই শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বা মনের খাদ্য।

আমরা ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে সারা বছর ধরে বিভিন্নভাবে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। প্রায় প্রতিদিনই আমি রাস্তা থেকে অসহায় ভবঘুরেদের উদ্ধার করার চেষ্টা করি। তারপর তাদের বাড়ি খুঁজে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। এর সঙ্গে তাদের চিকিৎসাও করি। ভবঘুরেদের উদ্ধার করে তাদের মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করি।

পয়লা বৈশাখে আমরা সবাই নতুন বস্ত্র পড়ে থাকি। আমরা সবাই নতুন বস্ত্র পড়ে থাকলে, আমরা সবাই ভালো খাওয়াদাওয়া করলে রাস্তায় পড়ে থাকা ভবঘুরেরা কি অসহায় অবস্থায় থাকবে নাকি ?তাই আমরা সেই দিন ভবঘুরেদের মধ্যে বস্ত্র বিতরনের চেষ্টা করি প্রতিবছর। এবারও করবো। তার সঙ্গে তাদের মধ্যে কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরনের চেষ্টা করবো। আমরা মনে করি, এইসব অসহায় দরিদ্র মানুষদের সেবাই হলো ঈশ্বর সেবা। সেই ভাবনা থেকে আমরা সেবামূলক কাজ পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু করে সারা বছর ধরে অব্যাহত থাকবে। আমাদের কাছে সহযোগিতা করতে কেউ উৎসাহ দিতে চাইলে এই নম্বরে যোগাযোগ বা গুগুল পে করতে পারেন ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

বাংলা বাঁচাতে বাড়ি বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার রাখুন

নির্মল কুমার পাল (নিমাই,সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।নতুন বছরটা সকলের কাছে ভালো হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা জানিয়ে দুএকটি কথা লিখছি। পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম মাসের প্রথম দিন। বাঙালি জীবনে তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো পয়লা বৈশাখ। কিন্তু দিনকে দিন এই পয়লা বৈশাখের প্রতি টান যেন ফিকে হয়ে আসছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা সব ইংরেজি মিশনারি স্কুলে যেতে অভ্যস্ত। অভিভাবকরাও তাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাল মেলাতে ইংরেজি নববর্ষ বা হ্যাপি নিউ ইয়ারকে বরন করতে বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়ছেন। বাংলার নববর্ষের পরম্পরা বা ঐতিহ্য হলো, এই দিনে বাংলার ঘরে ঘরে সবাই নতুন জামাকাপড় পড়েন।ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগগুলো এই দিনে হালখাতা করে আসছে।দোকানগুলোতে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো হয়ে আসছে। সারা বছরের শেষে এই বিশেষ দিনে হালখাতার মাধ্যমে নতুন একটা হিসাবেরও যাত্রা শুরু হয়। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। সেই বারো মাসে তেরো পার্বনের প্রথম পার্বনের সূত্রপাত ঘটে পয়লা বৈশাখের মাধ্যমে। অতীতে শৈশব থেকে দেখে এসেছি, বছরের এই প্রথম দিনে সব দোকান পরিস্কার করে লক্ষীগণেশের পুজো আয়োজনে মেতে উঠতেন। দোকান মালিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা সকলে পুজোর দিনে দোকানে উপস্থিত হতেন। সন্ধ্যে হতেই দোকানে

দোকানে ক্রেতাদের ভিড় হতো। যাকে হালখাতা বলে। একটু মিস্টি মুখ, মিস্টির প্যাকেটের সঙ্গে বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে সকলে বাড়ি ফিরতেন। আর দোকানদারকে বাকি খাতার মধ্যে থেকে কিছু বকেয়া টাকা দিয়ে দিতেন। আসলে হালখাতার মাধ্যমে দোকানদারের কিছু বকেয়া আদায় হোত।

এখন সেই সব দিন যেন বদলে গিয়েছে। সেই হালখাতা আজ আর নেই। যদিও কিছু জুয়েলারি বা সোনার দোকান এবং বস্ত্র প্রতিষ্ঠান সেই হালখাতার ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাদের বাংলা ক্যালেন্ডার অনেকের বাড়িতে ঝোলানো থাকে। বাংলা ক্যালেন্ডার কিন্তু অনেক তাৎপর্য্য বহন করে। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বনের তথ্য কিন্তু আমরা পেয়ে যাই বাংলা ক্যালেন্ডার থেকে। বাংলা ক্যালেন্ডার থেকে বাংলার বারো মাসের নামগুলো পেয়ে যাই, আজ বাংলার কত তারিখ তা আমরা চট করে কেউ বলতে পারি না,তখন কিন্তু আমাদের সাহায্য করে থাকে বাংলা ক্যালেন্ডার। এই মাসে পূর্ণিমা কবে, কবে অমাবস্যা বা কবে একাদশী তার তিথিগুলোও কিন্তু আমরা জেনে যাই বাংলা ক্যালেন্ডার থেকে। কাজেই বাংলা ক্যালেন্ডারকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হবে। সবাই যদি বাড়ি বাড়ি এই বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙিয়ে রাখেন তবে নতুন ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েরাও বাংলার মাস বা পার্বনগুলো সম্পর্কে অভিভাবকদের কাছ থেকে তথ্য জানতে পারেন। কারন ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাস বা ইংরেজি তারিখগুলো সম্পর্কে জানে, কিন্তু বাংলার মাস বা বাংলার তারিখ নিয়ে কিছুই জানে না। বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই ক্যালেন্ডারও বিরাট গুরুত্ব বহন করে।

আমরা ইংরেজি অবশ্যই শিখবো। অন্য ভাষা শিখতে পারলেও ভালো। আমরা অন্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করবো। কিন্তু নিজের মাতৃভাষা বা নিজের বাংলা সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে কখনোই নয়। বাংলাকে সকলকে প্রাধান্য দিতেই হবে। বাংলা পৃথিবীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। বাংলার সংস্কৃতি গোটা পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি। বাংলার আদর্শ খুব উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শ, সেই সংস্কৃতি সেই ভাষা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আমরা তাদের মধ্যে ভালো ভালো সব মানুষ পাবো। কেননা বাংলার আদর্শ সংস্কৃতিকে

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

উৎপল সরকার
মৌমিতা সরকার
কোয়েল সরকার
অনির্বান সরকার

নববর্ষের পূণ্য আলোকে
সকলে অন্তরের
আলোকে আলোকিত হউক

সরকার পাড়া, সেভক রোড, শিলিগুড়ি

আমাদের প্রতিভাবান মনিষীরা জীবনে চলার পথের সব রাস্তা আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্য আমাদের ছেলেমেয়েদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাই চলুন সবাই মিলে আমরা বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজে নামি। সবাই বাড়িতে বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙিয়ে রাখতে পারি।

শিলিগুড়ি হলো মিশ্র ভাষাভাষীর শহর। দিনকে দিন শহরে ফ্ল্যাট বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভাষাভাষী মানুষ শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট কিনছেন। ফলে শিলিগুড়িতে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি কিছুটা ফিকে হলেও শিলিগুড়ির বাইরে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলোর প্রধান প্রধান শহর বা কলকাতা বা দক্ষিনবঙ্গের বিভিন্ন শহরে গেলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কি প্রাধান্য। তাই সবশেষে সকলকে আবারও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবো, বাংলা ভাষা সংস্কৃতি এবং পয়লা বৈশাখ যাতে হারিয়ে না যায়, বাঙালিয়ানা যাতে হারিয়ে না যায় সেদিকে চলুন আমরা বড়রাও নজর দিই। আমরা সেই দিকে নজর দিলে আমাদের দেখে আমাদের ছেলেমেয়েরাও সেই দিকে নজর দেবে।

নব আনন্দে জাগো

মৃনাল পাল

(প্রধান কর্ণধার, সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, সেবক রোড, শিলিগুড়ি)

সকলকে নতুন বাংলা বঙ্গাব্দ ১৪৩২ এর শুভেচ্ছা। নতুন বাংলা বছরটা সকলের জীবনের ভালো হয়ে উঠুক এই কামনা করি। বাংলা নববর্ষে প্রার্থনা করবো-- বাংলা ভাষা বেঁচে থাকুক। বাংলা সংস্কৃতি বেঁচে থাকুক।আমাদের বাঙালি জীবনের সব ঐতিহ্য বেঁচে থাকুক।আমাদের বাংলা এই দিনে নব আনন্দে জেগে উঠুক।

বাংলার ছেলেমেয়েরা শিল্প তৈরিতে উৎসাহিত হোক। একথা আমি অতীতেও বারবার বলেছি। আবারও বলছি। শিল্প কারখানা স্থাপন করে কিছু মানুষের রুটি রুজির বন্দোবস্ত করা বা কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার মধ্যে আনন্দ অন্য কিছুতে নেই।

মন

শ্রাবনী মন্ডল (মিত্র)

বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি

চলে যাওয়া সময়কে ধরতে পারিনি
ভালো খারাপ কতশত উপমা--
এই সময়কে নিয়ে,
কতশত আক্ষেপ অনুনয় অভিযোগ, সময়
তার নিজের খেয়ালে--ঠিক চলে যাচ্ছে।
তার কাছে মায়া অনুভূতি কিচ্ছু নেই।
বেহায়া মন-- মায়া বাড়ায়, আবার
এই মন
দূরত্ব বাড়িয়ে চলেও যায়।
আর বাস্তবতা, মনের কাছে এসে
হেরে যায়।
আবার মন ঠিক যেন--
শেষ বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের অনুভূতি।
স্তব্ধ হয়ে আসে চারিধার,
দিনের আলো ফুরিয়ে আসে।
মনের ভিতর অন্ধকার স্পষ্ট হয়,
অনেক না শোনা কথা অনেক অনুভূতি।
যা আর বলা হয়ে ওঠে না।
স্মৃতি অস্পষ্ট হয়--
সম্পর্ক থেমে যায়
কিছু মানুষ হারিয়ে যায়,
গঙ্গা বক্ষে বয়ে অসংখ্য প্রদীপ।

নতুন আলো

সুশীতল দত্ত
(শালকুমার হাট, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার)

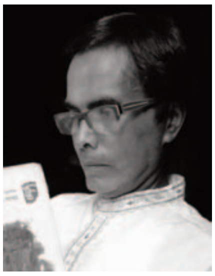

সূর্য ওঠা আলোয় অবাক চোখ
পাখিদের পাঠশালায় ভালোলাগা মন।
নেচে ওঠে নিমপাতা পুলক জায়গায়
আজকের শিশুর টলোমলো পায়ের শব্দে
ভবিষ্যৎ কথা বলে।
ফেলে আসা দিনগুলোর বিষন্নতার সানাই
থামিয়ে দেয়
ভোরের পথ চলা বাতাস,
এক রাশ স্বপ্নে বইয়ের পাতায় মগ্ন পড়ুয়ারা,
পালতোলা নৌকায় পাড়ি দিতে তৈরি
বহু দূরে--
নতুন আশায় জেগে ওঠা যুবকযুবতী।
অন্যায় প্রতিরোধের পথে এবার নারীজাতির
পথ দেখা,
প্রতিবাদী কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়বে গিয়ে দূরে
বহুদূরে
সমুদ্রের গর্জনের মতো।
একতারা হাতে বাউলের গানে গাঙ মোহনার
সমুদ্দর,
ভাবুক মন এখন দীপ্তচেতনায় রাঙানো।
বৈশাখের প্রথম দিনে নতুন সূর্য এসে বলে
'ভালো থেকো উদ্যমে জেগে ওঠো--'

বৈশাখ

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

পহেলা বৈশাখ মানে নতুন পোশাকে নব
নব সাজ বাঙালির ঘরে ঘরে গ্রামের গায়ের
বধূর প্রথম কাজ গোয়াল ঘর পরিষ্কার করে
মাটির
পাত্রে দুধ ফুটিয়ে পাঁচ ফল পূর্ণ পাত্র
পুরোহিত কে পা ধুইয়ে পূজা অর্চনা করে
বারো মাসের তেরো পার্বণের প্রথম ধাপ
শুরু পহেলা বৈশাখ।
আজো আছে সেই প্রথা, কবি গুরুর নামে
আনন্দে মাতি ছোট বড় সবাই মিলে প্রভাত
ফেরিতে হাটি পুরনোকে বিদায় দিয়ে
নতুনকে বরণ করি,
নব চেতনায় মুছে যাক পুরনো সব গ্লানি
এসো হে বৈশাখ এসো এসো নববর্ষের প্রথম
মাস প্রথম উৎসব প্রতীক্ষার আলো সাজিয়ে
রাখি মাটির থালায়
পান্তা ইলিশ কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ ভাজা ইলিশ
গরমের ছন্দ পতন বাঙালির প্রাণ বাংলার
যত ভাই বোন রবীন্দ্রনাথকে স্মরনে বরণ
করি।
রজনীগন্ধা মালায় কবিগুরুর ছবির সাথে
শাখা-প্রশাখায় সাড়ম্বরে বাঙালির তুলির
টান রবীন্দ্র সঙ্গীত উৎসবের প্রতিধ্বনি
অন্যতম ধর্ম বর্ণ এক হয়ে নতুন পোশাকে
এসো হে বৈশাখ এসো এসো।